সংবাদ

তারিখ ... 5 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

চবিতে সংঘর্ষ : অবরোধ

৩ বছরে সাড়ে ৪ মাস ক্যাম্পাস বন্ধ

● শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর সংঘর্ষ ও অবরোধের ফলে বার বার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পাস। এতে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম। বর্তমান সরকারের ৩ বছরে নির্ধারিত ছুটির বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল প্রায় সাড়ে চার মাস। এসব কারণে বিভিন্ন বিভাগে সেশনজট বাড়ছে এবং নতুন করে আরও কিছু বিভাগ সেশনজটের কবলে পড়ছে। বার বার স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমে বাধাগ্রস্ত হওয়ায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষের জের ধরে দুই শিবির কর্মী নিহত হওয়ার পর প্রথমে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরে সিন্ডিকেট সভায় বন্ধের সময় বাড়িয়ে ৬ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরে আবারও বন্ধ বাড়িয়ে ১৮ মার্চ ক্যাম্পাস খোলা হয়। খোলার দিন থেকে গত রবিবার পর্যন্ত শিবিরের ডাকা ধর্মঘটে বন্ধ রয়েছে সব পরীক্ষা। অধিকাংশ বিভাগে ক্লাসও অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এ ৫৩ দিনসহ অনির্ধারিত ছুটি ও অবরোধের কারণে গত তিন বছরে প্রায় ১৪১ দিন ক্লাস-পরীক্ষা স্বাভাবিকভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী জোবায়ের হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বার বার ক্যাম্পাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায়

চবিতে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

চবিতে : সংঘর্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আমাদের সেশনজট বাড়ছে। ছাত্রসংগঠনগুলোর কর্মসূচি আমাদের শিক্ষাকার্যক্রমকে বিঘ্নিত করছে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি প্রবাল মজুমদার বলেন, ২০০১ সালে একই রকম পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ব্যর্থতায় ৮ মাসের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ছিল। এবারও সে রকমই ঘটছে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচার করে অবিলম্বে ক্যাম্পাস স্বাভাবিক করতে প্রশাসন ব্যর্থ হলে আন্দোলনের ইঙ্গিত দেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন উপাচার্য ড. বদিউল আলমের পদত্যাগের দাবিতে ২০০৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ছাত্রলীগ লাগাতার অবরোধের ডাক দেয়। ফলে প্রায় ৫ দিন নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। একই বছরের ১৪ মে রাতে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষের পর কর্তৃপক্ষ ৭ দিনের জন্য ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করে।

২০১০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি নগরীর ষোলশহর রেল স্টেশনে রাত সাড়ে ৮টার দিকে সন্ত্রাসীরা নৃশংসভাবে কুপিয়ে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মহিউদ্দিন মাসুমকে হত্যা করে। পরদিন কর্তৃপক্ষ ৭ দিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। এর প্রায় দেড় মাস পর ২৯ মার্চ বড়দীঘির পাড়স্থ রেল লাইনের পাশে মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র হারুন অর রশীদ কায়সারের লাশ পাওয়া যায়। এ হত্যাকাণ্ডের পর ৩ দিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

একই বছরের ১৬ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেল স্টেশন এলাকায় স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হাতে গুরুতর আহত হন ছাত্রলীগ কর্মী আসাদুজ্জামান আসাদ। পরদিন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৭ দিনের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে। তবে উপাচার্যের পদত্যাগ ও হত্যার বিচারের দাবিতে ছাত্রলীগের লাগাতার অবরোধে ২২ দিন বন্ধ থাকে ক্যাম্পাস। এর আগে ২৭ থেকে ২৯ মার্চ টানা ৩ দিন ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। এছাড়া বর্ধিত বেতন ফি প্রত্যাহারের দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ২০১০ সালের ২৬ জুলাই থেকে ক্যাম্পাসে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করেন। এক সপ্তাহ আন্দোলনের পর ২ আগস্ট ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। ওইদিন বিকেলে জরুরি সিন্ডিকেট সভায় রমজান ও ঈদের ছুটি এক মাস এগিয়ে এনে দেড় মাসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আগাম ছুটির ফলে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫টি বিভাগের ৪৪টি বর্ষের পরীক্ষা পিছিয়ে গিয়েছিল।

গত বছরের ২৯ ও ৩০ এপ্রিল শাটল ট্রেনের বগিভিত্তিক ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে তিন দফা হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটে। ছাত্রলীগের এ অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে গত বছরের ১ মে কর্তৃপক্ষ জরুরি সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস-পরীক্ষা ১১ দিনের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। এ সময় অন্তত ১৮টি বিভাগের ২৩টি বর্ষের পরীক্ষা পিছিয়ে গিয়েছিল বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলাউদ্দিন বলেন, অনির্ধারিত ছুটির কারণে নির্ধারিত সময়ে ক্লাস-পরীক্ষা নিতে না পারায় নতুন করে সব শুরু করতে হয়। এতে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। তবে শিক্ষার্থীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।